TOPIC – নীলদর্পণ – ইতিহাস থেকে সাহিত্য

বিষয়বস্তু :

নীলদর্পণ হল দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক ১৮৬০ খ্রীঃ রচিত একটি বাংলা সামাজিক নাটক। এই নাটকের পটভূমি নীলচাষের জন্য সাধারণ কৃষকদের উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার ও নিপীড়ন। স্বাদেশিকতা, নীলবিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই নাটকের যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর। এই নাটকটি তিনি রচনা করেছিলেন, নীলকর বিষধর-দংশনকাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করণে-কেনচিত পথিক ছদ্মনামে। যদিও এই নাটকই তাকে খ্যাতি ও সম্মানের চূড়ান্ত শীর্ষে উন্নীত করে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হলে এবং এর ইংরাজী অনুবাদ প্রচারিত হলে একদিনেই এ নাটক বাঙালিমহলে যতটা প্রশংশিত হয়েছিলো, শ্বেতাঙ্গমহলে ঠিক ততটাই ঘৃণিত হয়েছিলো। এই নাটক অবলম্বন করে বাঙালির স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সূচনা, এই নাটক সম্বন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও রায়তদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়, এর মধ্যে দিয়েই শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বর্বর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়।"

নীলদর্পণ নাটকের মুল উপজীব্য বিষয় হল, বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতি, নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। কীভাবে সম্পন্ন কৃষক গোলকচন্দ্রের পরিবার নীলকর অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল, এবং সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যু হল, তার এক মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই নাটকে। 'তোরাপ' চরিত্রটি এই নাটকের অত্যন্ত শক্তিশালী এক চরিত্র, বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা খুবই কম আছে। এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল প্রয়োগ। কর্মসুত্রে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় যে দক্ষতা দীনবন্ধু আয়ত্ত করেছিলেন, তারই এক ঝলক দেখা মেলে এই নাটকের জীবন্ত চরিত্র চিত্রণে।

নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদ, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়। স্বদেশ ও বিদেশে, নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ফলে সরকার 'ইন্ডিগো কমিশন' বসাতে বাধ্য হন। আইন করে, নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এই নাটকের সঙ্গে, 'হ্যারিয়েট বিচার স্টো' এর বিখ্যাত 'আঙ্কল টম'স কেবিন' গ্রন্থের তুলনা করেছিলেন। তা থেকেই বোঝা যায় সেই সময়কার বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সমাজজীবনে এই নাটক কী গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজের তৃনমূল স্তরের মানুষজনের জীবনকথা সার্থক ও গভীরভাবে, নীলদর্পণ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। অনেকে এই নাটককে 'বাংলার প্রথম গণনাটক' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

নীলদর্পণ হল চাষিদের উপর অনাচার আর অত্যাচারের করুণ কাহিনী। কিন্তু, এই নাটকে নীলবিদ্রোহীদের সার্বিক সংগ্রাম, প্রতিরোধের কথা অনুপস্থিত। এক বা দুইটি চরিত্র প্রতিবাদী হিসাবে অঙ্কিত হলেও, তদানীন্তন ঘটে যাওয়া, বাংলার ব্যাপক নীলবিদ্রোহের কথা এই নাটকে প্রতিফলিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও নীলদর্পণ একটি সার্থক নাটক ও নীলকরদের অত্যাচারের দলিল হিসাবে, বাংলার জনমানসে পরিচিত।

শিখন গুরুত্ব : ছাত্রছাত্রীরা নীলদর্পণ নাটকটি আলোচনার প্রেক্ষিতে, তৎকালীন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের আর্তনাদের জীবন্ত, মর্মস্পর্শী প্রতিচ্ছবির সম্মুখীন হয়। এই নাটক তাদের অনুভব করায়, পরাধীনতার শৃঙ্খলের যন্ত্রণা, অসহায় নীলচাষিদের কাতর-করুণ-না শোনা কত কান্না, যখন তাদের জিজীবিষাই তাদের কাছে হয়ে ওঠে, অভিশাপ। এই নাটকটি তৎকালীন বাংলার ইতিহাসকে জানতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

Solona Ghosh

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

Scanned with CamScanner